সোনালী ধান – মোঃ মজিবুর রহমান

ধান পেকেছে, ফসলের মাঠে
কৃষকের মুখে হাসি,
গোলা ভরবে, সোনালী ধানে
কৃষাণী অনেক খুশি।

শিশির কণা, দেখছে চেয়ে সূর্যিমামা ঐ হাসে,
শীতের কাপনে, বুড়ো হাবলা একটু হলেও নাচে।

ভোর সকালে, রঙিন পিঠা বানায় গায়ের বঁধু,
গামছা মাথায় হেঁটে চাচা
নিয়ে আসে মধু।

গোলা ভরেছে নতুন ধানে
উৎসব বাড়ি বাড়ি,
ঘরের বধুকে কথা দিয়েছে
আনবে নতুন হাড়ি।।

ডলি – মোঃ রাজিব হুমায়ুন

বিদেশ থেকে মিষ্টি দেখে
পুতুল নিয়ে এসে-
আয় ছুটে আয় ছোট্ট দুপায়
বলল বাবা হেসে।

মিষ্টি মেয়ে পুতুল পেয়ে

খিলখিলিয়ে হাসে,
খুকুমণি মায়ার খনি
সবাই ভালোবাসে।

সন্ধ্যা হলে খুকু বলে
আব্বু তোমায় বলি,
নতুন রানির পুতুলখানির
নাম রেখেছি ডলি।

হেমন্তের আগমনে – মোঃ আতিকুর রহমান

হেমন্তের এই আগমনে
সোনা ধানের মেলা
হিম বাতাসে শিশির কণা
বাংলায় করে খেলা।

পিঠাপুলির ধুম পড়ে যায় বাংলা মায়ের ঘরে
খেজুর রসের মিষ্টি পিঠা খায় যে পেটটি ভরে।

কুটুম আসে কুটুম যে যায় সবার বাড়ি বাড়ি
সবার হাতেই দেখতে যে পাই হরেক পিঠার হাড়ি।

সাদা রঙের শাড়ি পড়া
শীতের বুড়ি আসে
লুটিয়ে পরে হিরের রুপে সবুজ দূর্বা ঘাসে।

ছড়ার বায়না – লিটন রায়

ছড়া শোনার বায়না নিয়ে
আসে ছোট্ট ময়না
ছড়া শুনতে তাড়াহুড়ো
সময় যেন রয় না।

ছড়ায় শিশু ছড়াতে দেশ
সে যে ফোটাতে
ছড়ায় ছড়ায় দেশও শিশু
আমিও চাই ওঠাতে।

ছড়ার শিশু ছড়া পড়ায়
কিছু শিশু পড়ে
ছড়ায় হাসি ছড়ায় খুশি
মন ’ কে ছাড়া ধরে।

পুকুর ঘাটে – লুৎফুর রহমান চৌধুরী রাকিব

পুকুরঘাটে গিয়েছিলাম
একটুখানি নাইতে ,
মাঝির আবেগি কথা –
পারিনি গো সইতে।

মাঝি ভাই ডাকে আমায়

নৌকাখানি বাইতে,
মনটা আমার চায় না—
মাঝির পাশে বইতে।

ইশারায় বলে মাঝি
একটুখানি দাঁড়াইতে,
দেবো না তাকে আমি—
হাতখানি ছুঁইতে।

কাছে এসে বলে মাঝি
মেলায় লয়ে যাইতে,
লজ্জায় পারিনি আমি–
তাকে কিছু কইতে।

লজ্জা শরম নাই মাঝির
বুকে চায় জড়াইতে,
তাহার কথা শুনে আমি—
কোথায় যাবো মুখ লুকাইতে।

হেমন্ত বার্তা – নাসরীন জামান

হেমন্ত আজ ডাক দিয়েছে কাটতে পাকা ধান
কিষাণ মজুর কই রে তোরা কাস্তে সাথে আন।
আমন ধানের গন্ধ শুঁকে মন খুশিতে গায়,
বছর ঘুরে গায়ের বধু তাইতো নাইয়র যায়।

কাটলো চাষী মাঠের সোনা ভরলো গোলাঘর,
হাসলো বধু নোলক নেড়ে অনেক দিনের পর। নাচলো ঢেঁকি, দুললো কোমর, ভুললো বধু দুখ, নতুন ধানের পিঠা পায়েস আনলো নতুন সুখ।

বাংলা মায়ের হেমন্ত আর নবান্ন উৎসব
কাটা ধানের মাঠের দেশে জাগায় কলরব।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

অপরূপা হেমন্ত – বিল্লাল মাহমুদ মানিক

হেমন্তকাল আসে যখন
সোনার বাংলাদেশে,
মাঠে মাঠে সোনালি ধান
উঠে মুচকি হেসে।

ধান কেটে তা মাড়াই করে চাষা-চাষী মিলে,
টেংরা-পুঁটি খেলা করে
পুকুর-নদী-বিলে।

শিশির ঝরে রাত্রি-ভোরে
হিমেল হাওয়া বয়,
শিউলি বকুল সুবাস ছড়ায়
মন যে মাতাল হয়।

সেবার বাঁশ – হাফিজুর রহমান

বন্ধ হয়েছে বিচার-সালিশ
কে শোনে কার নালিশ!
কথায় জোড়াতালি, কখনও ফিস্ফিস্
চলছে ভোট – দিচ্ছে ভোট
ভোট খেয়ে ভোটার, করছে ইশ্-ইশ্ ৷

জমে উঠেছে ভোটের বাজার
হিসাব মেলানো বারবার;

ভোট প্রত্যাশীর চলছে বেশ দেন-দরবার
জিতে গেলে করবেন তিনি –
এই সেবার নামে, খাই-খাই কারবার ৷

হেমন্তের উৎসব – কনক কুমার প্রামানিক

অগ্রহায়নের ভরা ক্ষেতে মন আকুল করে
রাশি রাশি সোনা ধানে মন সকলের ভরে।
নতুন ধানের মধুর ঘ্রাণে মৌ মৌ চারিপাশ
শিশির কণার মুক্তো নিয়ে সাজে দূর্বা ঘাস।
নবান্নতে মেতে উঠে বাংলার সব প্রাণ
খুশি নিয়ে প্রতি বছর আসে অঘ্রাণ।
সারা বছর কষ্ট শেষে আসে নতুন ধান
আনন্দের জোয়ারে আসে খুশির বান। পিঠাপুলির মধুর স্বাদে তৃপ্তির ঢেঁকুর ওঠে হেমন্তের উৎসবে তাই মুখে হাসি ফোটে।